

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ ও পূর্ণাদি

[বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্র, নারাণ, বলরাম, অতুল]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্তারের প্রতি) -- আচ্ছা, লোকের তিল তিল করে ত্যাগ হয়, এদের কি অবস্থা।

“বিনোদ বললে, ‘স্ত্রীর সঙ্গে শুতে হয়, বড়ি মন খারাপ হয়।’

“দেখো, সঙ্গ হউক আর নাই হউক, একসঙ্গে শোয়াও খারাপ। গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম!

“দ্বিজর কি অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে, একি কম? সব মন কুড়িয়ে আমাতে এল, তাহলে তো সবই হল।”

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার?]

“আমি আর কি? -- তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।

“তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করতে করতে কি বেরিয়ে গেল, -- পেছু পেছু!

“কয়েকদিন পরে তারক আবার এল (দক্ষিণেশ্বরে)। তখন সমাধিস্থ হয়ে তার বুকে পা দিলে -- এর ভিতর যিনি আছেন।

“আচ্ছা, এমন ছোকরাদের মতন আর কি ছোকরা আছে!”

মাস্তার -- মোহিতটি বেশ। আপনার কাছে দু-একবার গিয়েছিল। দুটো পাশের পড়া আছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তা হতে পারে, তবে অত উঁচু ঘর নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়। মুখ থ্যাভানো।

“এদের উঁচুঘর। তবে শরীরধারণ করলেই বড় গোল। আবার শাপ হল তো সাতজনু আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়! বাসনা থাকলেই শরীরধারণ।”

একজন ভক্ত -- যাঁরা অবতার দেহধারণ করে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা -- ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা

হয়েছিল, ওইরকম পরি। এখনও আছে। জানি কিনা আর-একবার আসতে হবে।

বলরাম (সহাস্যে) -- আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য? (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- একটা সং কামনা রাখতে হয়। ওই চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চারধামের একধাম বাকী রাখে। অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকী রাখে। তাহলে জগন্নাথ চিন্তা করতে করতে শরীর যাবে।

গেরুয়া পরা একব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন। তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাসিতেছেন। ঠাকুর অন্তর্যামী, বলরামকে বলিতেছেন -- “তা হোক, বলুকগে ভণ্ড।”

### [তেজচন্দ্রের সংসারত্যাগের প্রস্তাব]

ঠাকুর তেজচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তেজচন্দ্রের প্রতি) -- তোকে এত ডেকে পাঠাই, -- আসিস না কেন? আচ্ছা, ধ্যান-ট্যান করিস, তা হলেই আমি সুখী হব। আমি তোকে আপনার বলে জানি, তাই ডাকি।

তেজচন্দ্র -- আজ্ঞা, আপিস যেতে হয়, -- কাজের ভিড়।

মাস্তার (সহাস্যে) -- বাড়িতে বিয়ে, দশদিন আপিসের ছুটি নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তবে! -- অবসর নাই, অবসর নাই! এই বললি সংসারত্যাগ করবি।

নারাণ -- মাস্তার মহাশয় একদিনে বলেছিলেন -- wilderness of this world -- সংসার অরণ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্তারের প্রতি) -- তুমি ওই গল্পটা বল তো, এদের উপকার হবে। শিষ্য ঔষধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে। গুরু এসে বললেন, এর প্রাণ বাঁচতে পারে, যদি এই বড়ি কেউ খায়। এ বাঁচবে কিন্তু বড়ি যে খাবে সে মরে যাবে।

“আর ওটাও বল -- খ্যাঁচা ম্যাঁচা। সেই হঠযোগী যে মনে করেছিল যে পরিবারাদি -- এরাই আমার আপনার লোক।”

মধ্যাহ্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ পাইলেন। বলরামের জগন্নাথদেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, ‘বলরামের শুদ্ধ অন্ন।’ আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। কর্তাভজা চন্দ্রবাবু ও রসিক ব্রাহ্মণটিও আছেন। ব্রাহ্মণটির স্বভাব একরকম ভাঁড়ের ন্যায়, -- এক-একটি কথা কন আর সকলে হাসে।

ঠাকুর কর্তাভজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন, -- রূপ, স্বরূপ, রজঃ, বীজ, পাকপ্রণালী ইত্যাদি।

[ঠাকুরের ভাবাবস্থা -- শ্রীযুক্ত অতুল ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা]

ছটা বাজে। গিরিশের ভ্রাতা অতুল, ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা আসিয়াছেন। ঠাকুর ভাবসমাধিস্থ হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবে বলিতেছেন, “চৈতন্যকে ভেবে কি অচৈতন্য হয়? -- ঈশ্বরকে চিন্তা করে কেউ কি বেহেড হয়? -- তিনি যে বোধস্বরূপ!”

আগস্তকদের ভিতর কেউ কি মনে করিতেছিলেন যে, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করিয়া ঠাকুরের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে?

[‘এগিয়ে পড়’ -- কৃষ্ণধনের সামান্য রসিকতা]

ঠাকুর কৃষ্ণধন নামক ওই রসিক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন -- “কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাতদিন ফষ্টিনাষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। ওইটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিছরির হিসাবও করতে পারে।”

কৃষ্ণধন (সহাস্যে) -- আপনি টেনে নিন!

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আমি কি করব, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। ‘এ মন্ত্র নয় -- এখন মন তোর!’

“ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়, -- তারে বাড়া, তারে বাড়া, -- আছে! ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়তে বলেছিল। সে প্রথমে এগিয়ে দেখে চন্দনের কাঠ, -- তারপর দেখে রূপার খনি, -- তারপর সোনার খনি, -- তারপর হীরা মাণিক!”

কৃষ্ণধন -- এ-পথের শেষ নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ -- যেখানে শান্তি সেইখানে ‘তিষ্ঠ’।

ঠাকুর একজন আগস্তক সম্বন্ধে বলিতেছেন --

“ওর ভিতর কিছু বস্তু দেখতে পেলেন না। যেন ওলম্বাকুল।”

সন্ধ্যা হইল। ঘরে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা ও মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন।

কাল রথযাত্রা। ঠাকুর আজ এই বাটীতেই রাত্রিবাস করিবেন।

অন্তঃপুরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার ঘরে ফিরিলেন। রাত প্রায় দশটা হইবে। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, ‘ওই ঘর থেকে (অর্থাৎ পার্শ্বের পশ্চিমের ছোট ঘর থেকে) গামছাটা আন তো’।

ঠাকুরের সেই ছোট ঘরটিতেই শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। রাত সাড়ে দশটা হইল। ঠাকুর শয়ন করিলেন।

গ্রীষ্মকাল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, “বরং পাখাটা আনো।” তাঁহাকে পাখা করিতে বলিলেন। রত বারটার সময় ঠাকুরের একটু নিদ্রাভঙ্গ হইল। বলিলেন, “শীত করছে, আর কাজ নাই।”